টাকশাল পরিক্রমা

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  মোঃ আশ্রাফুল আলম
  ব্যবস্থাপনা পরিচালক

- **সম্পাদক**
  নাহিদ রহমান, মহাব্যবস্থাপক (স্থানীয় ক্রয়-বিক্রয়)

- **সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ**
  মোঃ মফিজুর রহমান খান চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)
  সাফায়াত আরেফীন, মহাব্যবস্থাপক (বৈদেশিক ক্রয়)
  মোঃ মজিবুর রহমান শেখ, মহাব্যবস্থাপক (ওএসপি)
  মোঃ মোকসুদুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক (ব্যাংকনোট)
  মোঃ নজরুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
  হেলেন পারভীন, মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা)
  মোঃ মাহবুবুল হক, মহাব্যবস্থাপক (প্রকৌশল বিভাগ)

- **প্রচ্ছদ, সম্পাদনা ও মুদ্রণ সহযোগী**
  নাজিম উদ্দিন, উপ-মহাব্যবস্থাপক (পিসিপিডিএন্ডই)
  মোঃ আলমগীর হোসেন, ব্যবস্থাপক (ব্যপস)
  আবুল আহসান বিশ্বাস, উপ-ব্যবস্থাপক (অরিজিনেশন)
  সৈয়দা আফসানা কেয়া, সহকারী ব্যবস্থাপক (ডিজাইন)

- **সার্বিক তত্ত্বাবধানে**
  ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়, দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ, গাজীপুর-১৭০৩।

- **প্রকাশক**
  দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ গাজীপুর-১৭০৩।

টাকশালের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ (এসপিসিবিএল) রাজধানী ঢাকার পাশ্ববর্তী জেলা গাজীপুর মহানগরের এক প্রাকৃতিক পরিবেশ সমৃদ্ধ স্থান শিমুলতলীতে অবস্থিত। এসপিসিবিএল বাংলাদেশ সরকারের অতি নিরাপত্তামূলক কেপিআই '১ক' শ্রেণীভুক্ত এ প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশে প্রচলিত সকল মূল্যমানের ব্যাংক নোট ও কারেন্সী নোটসহ সকল প্রকার সঞ্চয়পত্র, প্রাইজ বণ্ড, ট্রেজারী বণ্ড, ডাকটিকেট, জুডিশিয়াল ও নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প, এনভেলপ, সিগারেট ট্যাক্সলেবেল, বিড়ি ব্যান্ডরোল, ব্যাংকের চেকবই, শিক্ষা বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপত্র ও নম্বরপত্রসহ বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিবিধ নিরাপত্তামূলক মূল্যবান আইটেম মুদ্রিত হয়ে থাকে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশে নিজস্ব কারেন্সী ও ব্যাংক নোট মুদ্রণের ব্যবস্থা না থাকায় প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানী করা হতো। একই সাথে ডাক বিভাগের বিভিন্ন স্ট্যাম্পও বিদেশ থেকে ছাপিয়ে আনা হতো। নিজ দেশে কারেন্সী ও ব্যাংক নোটসহ অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রী মুদ্রণের লক্ষ্যে একটি সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের পর তা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১৯৮১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক 'সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস প্রজেক্ট' নামে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC) কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় এবং গাজীপুর জেলার সমরাস্ত্র কারখানার পাশে তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ১৯৮৮ সালে ১ টাকা মূল্যমানের কারেন্সী নোট এবং ১০ টাকা মূল্যমানের ব্যাংক নোট মুদ্রণের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসে কাগজের নোট মুদ্রণের শুভ সূচনা হয়।

১৯৯২ সনে 'দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ' নামে বেসরকারী পাবলিক লিঃ কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধনের মাধ্যমে প্রকল্পটির আইনগত সত্তা নির্ধারিত হয়। এ কোম্পানীর শেয়ারের মালিক বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা ও নীতিনির্ধারণের জন্য সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি সরকারের রাজস্ব আহরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। প্রায় ৬৬ একর জায়গা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এই নিরাপত্তামূলক প্রতিষ্ঠানটি সর্বসাধারণের নিকট 'টাকশাল' নামে পরিচিত।

গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক
ও
চেয়ারম্যান, পরিচালক পর্ষদ
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ

বাণী

উৎপাদনের নিবিড় কর্মকান্ডের পাশাপাশি দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সুকুমার বৃত্তির চর্চাকে উৎসাহিত করার ও নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক সংহতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে করপোরেশন কর্তৃক 'টাকশাল পরিক্রমা' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ ধরনের প্রয়াস প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মী বাহিনীকে আরো উদ্যমী করে তুলবে বলে আমার বিশ্বাস। গতিশীল উৎপাদন কার্যক্রম যেমন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সোপান তেমনি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সংস্কৃতিবান জাতি গঠনের সোপান।

স্বাধীন দেশ হিসেবে নিজেদের ব্যাংকনোট ও কারেন্সিসহ সরকারের বিভিন্ন নিরাপত্তা সামগ্রী মুদ্রণের জন্য কেপিআইভুক্ত দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড ১৯৮৮ সনে যাত্রা শুরুর পর থেকেই কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত দেশের অর্থনীতি ও অগ্রগতিতে অবদান রেখে চলেছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্মব্যস্ততার মাঝে কিছুটা সময় সংস্কৃতি চর্চায় মনোনিবেশের মাধ্যমে আরো সমৃদ্ধ হবেন। সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে এ ধরনের উদ্যোগের জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এসপিসিবিএল এর এ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই এবং প্রকাশিতব্য 'টাকশাল পরিক্রমা' পত্রিকার সাফল্য কামনা করি।

(ড. আহসান এইচ মনসুর)

সব কথা বলতে নেই

জিয়াউদ্দীন আহমেদ

২০০৫ সনে আমাকে জেনারেল ম্যানেজার পদে বাংলাদেশ ব্যাংক বগুড়া অফিসে বদলী করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী আমার ওখানে দুই বছর থাকার কথা; কিন্তু দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আমি ডেপুটি গভর্নর জিয়াউল হাসান সিদ্দীকী স্যারের ফোন পাই,-'জিয়া, আপনার জন্য সুখবর, দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই আপনাকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনার আদেশ পেয়েছি, তবে আপনাকে কাজ করতে হবে সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশনে'। আমি বিনয়ের সাথে বললাম, 'এটা কি আমার জন্য শাস্তি? নতুবা আমাকে কেন আবার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঢাকার বাইরে কাজ করতে হবে'। 'জিয়া, আমার করার কিছুই নেই, গভর্নরের ইচ্ছে অনুযায়ী আপনাকে ওখানে বদলী করা হয়েছে, তবে আপনাকে নিয়মকানুন মেনে সব রকমের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে'- ডেপুটি গভর্নরের এমন কথার পর আমার ভিন্নমত পোষণ করার কোন অবকাশ ছিল না।

গভর্নর সালেহ উদ্দিন আহমেদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। তারপরও তিনি কেন আমাকে সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশনে বদলী করার জন্য আদেশ দিলেন তা প্রথমে বুঝতে পারিনি, বুঝতে পেরেছিলাম কর্পোরেশনের পরবর্তী পরিচালক পর্ষদ সভায়। পর্ষদ সভায় তখন কর্পোরেশনের সব বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার উপস্থিত থাকতেন, সভায় জনৈক জেনারেল ম্যানেজার স্যারকে দেখে গভর্নর বললেন, 'নতুন জেনারেল ম্যানেজার জিয়া কই'? অতঃপর কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল্লাহ আল মামুন স্যার আমাকে পর্ষদের সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। টাকশালের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্টে বহুদিন আমি কাজ করেছি, এছাড়াও সচিব বিভাগে আমি কর্পোরেশনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেখাশুনা করতাম। কর্পোরেশনে পোস্টিং করার ক্ষেত্রে আমার নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতাকেও সম্ভবত বিচার করা হয়েছে; আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলাম। তবে সংগঠন করার কারণে উর্ধতন কর্মকর্তাদের ধমকও শুনতে হয়েছে, বিপক্ষ দলের নালিশে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে এক লহমায় আমাকে কারেন্সি অফিসারের পদ থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

২০০৭ সনে আমি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন বা টাকশালের 'স্থানীয় ও বৈদেশিক ক্রয়-বিক্রয় বিভাগে' যোগদান করি। এই বিভাগে কাজ করতে গিয়ে অসংখ্য বিরক্তিকর পরিবেশের সম্মুখীন হই। এই সকল বিরক্তিকর পরিবেশই আমাকে পরবর্তীকালে কিছু সংস্কার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া, তাই টাকশালের সংস্কারে সকল এমডিসহ প্রত্যেক কর্মীর অবদান রয়েছে। তবে এই লেখায় শুধু আমার আমলের গুটি কয়েক সংস্কারের কথা বলব। ক্রয়-বিক্রয় বিভাগ থেকে উপস্থাপিত ক্রয় সংক্রান্ত প্রতিটি নথি বাজেট বরাদ্দের জন্য অর্থ ও হিসাব বিভাগে প্রেরণ করা হয়, বরাদ্দ প্রাপ্তির পর তা আবার ক্রয়-বিক্রয় বিভাগের বিভাগীয় চ্যানেলে উপস্থাপন করা হয়। বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষরের পর তা ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা এমডি'র কাছে উপস্থাপন না করে নথিটি আবার অর্থ ও হিসাব বিভাগের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে পাঠানো হতো, তিনি তা অনুমোদন করে এমডি'র অনুমোদনের জন্য পাঠাতেন। আমার বিভাগের নথি, বিভাগীয় প্রধান হিসেবে আমার স্বাক্ষরের পর কেন তা আরেকটি বিভাগের প্রধান অনুমোদন করবেন তা বোধগম্য না হওয়ায় আমি প্রশ্ন উত্থাপন করি, সেই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য এমডি নথি পাঠালেন প্রশাসনের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে। প্রশাসনের জেনারেল ম্যানেজারের অভিমত হচ্ছে, একই নথিতে দুইজন জেনারেল ম্যানেজার স্বাক্ষর করলে সিদ্ধান্ত মজবুত হবে। এমডি স্যার তাতে সম্মতি দিলেন। সিদ্ধান্ত মজবুত করার জন্য জিএম হয়েও আমাকে আরেকজন জিএম-এর অধীনে দীর্ঘদিন কাজ করতে হয়েছে।

মুদ্রিত নোটশীট রাখার জন্য উৎপাদন এলাকায় ট্রলি ব্যবহৃত হয়, ট্রলিতে রাখা হলে শীটগুলোর মুদ্রণ দ্রুত শুকিয়ে যায়। একত্রে একশত ট্রলি কেনার প্রস্তাবে আমার ভিন্নমত এমডি মহোদয় অগ্রাহ্য করেছেন। অবশ্য অগ্রাহ্য করার আগে উৎপাদনের জিএম-এর মতামত নিয়েছিলেন, জিএম নথিতে লিখেছিলেন যে, তার একশত ট্রলিই লাগবে। উৎপাদন এলাকায় রাখার জায়গা না হওয়ায় পরবর্তীতে সের দরে অনেকগুলো ট্রলি বিক্রি করতে হয়েছে। তফশীলি ব্যাংকের চেকে এমআইসিআর মুদ্রণে অধিক উৎপাদনক্ষম একটির পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদনক্ষম দুইটি মেশিন কেনার প্রস্তাবও তিনি গ্রহণ করেননি। পরিমাণ নির্বিশেষে যে কোন মুদ্রণে দুটি মেশিন অপরিহার্য, কারণ এই সকল নিরাপত্তা সামগ্রী বিশেষ করে নোট মুদ্রণের বিকল্প কোন ব্যবস্থা বাংলাদেশে নেই। এই বিবেচনায় উচ্চ মূল্যমানের ব্যাংকনোটে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য 'স্পার্ক' সংযোজনের জন্য শুধু একটি মেশিন পর্যাপ্ত বিবেচিত না হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তে স্পার্ক সংযোজন বন্ধ রাখা হয়েছিল, পরবর্তীকালে শুধু দুইশত টাকা মূল্যমানের নোটেস্পার্ক সংযোজন করা হয়। কমপক্ষে আরও একটি মেশিন সংস্থাপন করা ব্যতীত অন্য কোন নোটে স্পার্ক সংযোজন বোকামি হবে; কারণ একাধিক মেশিনে উৎপাদিত বিপুল সংখ্যক নোটে শুধু একটি মেশিন দ্বারা স্পার্ক সংযোজনের ব্যবস্থা নেওয়া হলে উৎপাদনে স্থবিরতা নেমে আসবে, প্রসেস করার জন্য মুদ্রিত শীটের জন্য লোকবলকে বসিয়ে রাখতে হবে। এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল চেকে এমআইসিআর মুদ্রণের ক্ষেত্রে। উৎপাদনের জিএম-এর মতামতকে অগ্রাহ্য করে এমডি মহোদয় যদি একটির পরিবর্তে দুটি মেশিন কিনতেন তাহলে চেক মুদ্রণে উদ্ভূত ভয়াবহ অবস্থা এড়ানো যেত। নতুন ও অনভিজ্ঞ বিধায় আমার অধিকাংশ মতামত যখন অগ্রাহ্য হচ্ছিল তখনি বুঝতে পেরেছিলাম কর্পোরেশন নয়, কর্পোরেশনের মানসিকতার সংস্কার দরকার।

টাকশাল পরিক্রমা

এক বৃষ্টির দিনে আমাদের এক প্রতিবন্ধী নারী সহকর্মীকে হুইল চেয়ারে বসে কর্পোরেশনের থার্ড ও ফোর্থ গেইট পার হতে দেখলাম। পরেরদিন মেয়েটি আবার প্রেস ভবনের নিচে এসে হুইল চেয়ারে বসে কারো জন্য অপেক্ষা করতে দেখলাম, কিছুক্ষণ পর একজন সহকর্মী এসে তাকেসহ হুইল চেয়ারটি সিঁড়ি ভেঙে সমতল মেঝে তুলে দিল। এই দৃশ্য দেখে তাকে টাকশালের ভিতরে একটি বাসা বরাদ্দ দেওয়ার জন্য আমি প্রশাসনের জেনারেল ম্যানেজারকে অনুরোধ করি, তিনি যা বললেন তা লেখা যাবে না। মহিলা সহকর্মীর ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে প্রকৃতপক্ষে কর্পোরেশনই তার বাসা বাতিল করেছে। ২০০৯ সনে টাকশালের এমডি হয়ে প্রথম যে দুটি কাজ করেছি তার একটি হলো, ক্রয়-বিক্রয় বিভাগের নথি অর্থ ও হিসাব বিভাগের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ রহিতকরণ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, প্রতিবন্ধী সহকর্মীর জন্য বাসা বরাদ্দকরণ। এছাড়াও হুইল চেয়ারের ওঠানামা সহজতর করার নিমিত্তে সিঁড়ি ভেঙে একটি র‍্যাম্পও তৈরি করা হয়।

বিড়ি-সিগারেটের ব্যাণ্ডরোল-স্ট্যাম্পের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত ফয়েল বিদেশ থেকে সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও সিগারেটের ট্যাক্স লেবেল সংশ্লিষ্ট সাধারণ সাদা কাগজ কেন বিদেশ থেকে আনা হতো তার সদুত্তর কারো কাছে পাইনি।এমডিকে বলেও তার সুরাহা করতে সমর্থ হইনি, কারণ আমার প্রশ্ন উত্থাপনের পর তিনি যাদের মতামত নিয়েছেন তাদের সবাই বিদেশ থেকে কাগজ আনার পক্ষে ছিলেন। এমডি হয়েই আমি এই কাগজ স্থানীয় প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে সংগ্রহের ব্যবস্থা নিই। নমুনা কাগজে ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় বিচ্যুতি পাওয়া গেলে কার্যাদেশ বাতিল করা হতো। কিন্তু দরপত্রের এই পর্যায়ে কার্যাদেশ বাতিল হলে কাঁচামালের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হতো। আমি টাকশালের স্বার্থে সহকর্মীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কার্যাদেশপ্রাপ্ত সরবরাহকারীর কাছ থেকে দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারও নমুনা গ্রহণের নিয়ম চালু করেছিলাম।

১৯৮১ সনে প্রস্তুত করা মেশিন দিয়ে ত্রিশ বছর যাবত একনাগাড়ে নোট মুদ্রণ হলেও মেশিনগুলোর ওভারহলিং করা সম্ভব ছিল না। কারণ ওভারহলিং করতে হলে নোট মুদ্রণ বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। অন্যদিকে অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রীর মুদ্রণ ও প্রক্রিয়াকরণের মেশিন ও লোকবলের অভাবে কার্যাদেশের পণ্য সরবরাহে উদ্ভুত ক্রাইসিস মোকাবিলা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় করপোরেশনের সকলেই যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন, প্রায় সকল সহকর্মী পারিবারিক জীবনের সাচ্ছন্দ পরিত্যাগ করে ভোর সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করেছেন। জেনারেল ম্যানেজারগণ তাদের ব্যক্তিগত স্টাফদেরও উৎপাদন কাজে নিয়োজিত করতে দ্বিধা করেননি। একটি বদ্ধ ঘরে এভাবে দীর্ঘদিন কাজ করলে শরীর ও মন সুস্থ রাখা কঠিন। বাইরের লোকদের ধারণা ছিল, টাকশালের লোকজন শুধু অর্থের জন্য এভাবে শ্রম দিচ্ছে, কিন্তু তা একেবারেই সঠিক নয়, প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই সবাই এভাবে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন। প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও ভাবমূর্তি রক্ষার্থে সবাই তাদের সকল ধরনের ছুটি, আরাম-আয়েশ ত্যাগ করতেও ইতস্তত করেননি। আমি নিজেও অসংখ্য দিন গভীর রাত পর্যন্ত সহকর্মীদের সঙ্গে উৎপাদন এলাকায় অবস্থান করেছি, ট্যাক্স লেবেল উৎপাদন, ট্রাক থেকে পণ্য নামানোর কাজে সহায়তা করেছি। সহকর্মীরা আমার সহচর্যে উৎসাহিত হয়েছেন।

অধিক উৎপাদনের স্বার্থে এবং কর্পোরেশনের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে অনেক ক্ষেত্রে আমি বিধিবিধান বা ম্যানুয়েলের নির্দেশনা মানিনি। সহকর্মীদের সমর্থনে আমি ম্যানুয়েল লঙ্ঘন করে কাজ করার সম্মতি দিয়েছি এবং সেই সম্মতি ছিল লিখিত।অর্থাৎ নিয়ম ভাঙার দায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম, অধস্তন সহকর্মীদের উপর কোন ঝুঁকি চাপিয়ে দিইনি।আমার নিয়ম ভাঙার অনিয়ম এখনো চলছে কিনা তা জানা নেই। ওএসপি বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক বজলুর রহমান ছিলেন আমার নিয়ম ভাঙার অনিয়মের সহযোগী। সহকর্মীদের নজিরবিহীন শ্রমের পরও টাকশালের বিদ্যমান উৎপাদন ব্যবস্থা দিয়ে ব্যাংকনোট বা অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রীর ক্ষেত্রে গ্রাহকের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হতো না। টাকশালের পর্যাপ্ত মূলধন না থাকায় প্রয়োজনানুযায়ী মেশিন ও যন্ত্রপাতির সংস্থাপনও সম্ভব ছিল না। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন নিরীক্ষক ছাড়াও কর্পোরেশনের পর্ষদ সভা, পর্ষদ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন কমিটি এবং সংসদীয় কমিটি নতুন মেশিন সংস্থাপন জরুরী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে। আমার টাকশালে যোগদানের আগেই বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও ব্যাংকনোট মুদ্রণের জন্য মেশিন কেনার জন্য টাকশালকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন এমডি উদ্যোগ নেননি। নোট মুদ্রণের মেশিন প্রস্তুতকারক সীমিত হওয়ায় তাদের লোকাল এজেন্টের অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগের ভয়ে কেউ উদ্যোগ নেননি। আমার ধারণা ছিল, জরুরী ভিত্তিতে মেশিন সংগ্রহ করা না হলে নোট উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে, অধিকাংশ কর্মী কাজের অভাবে কর্মহীন হয়ে পড়বেন। এই আশঙ্কা আমার অনেক সহকর্মীর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ আবার মেশিন কেনার বিরোধিতাও করেছেন, এই বিরোধিতা দৃশ্যমান হয় রেপিডা মেশিন কেনার পর। এতদসত্ত্বেও ঝুঁকি নিয়ে মেশিন কেনার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। শুধু নোট মুদ্রণের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রী মুদ্রণের জন্যও টাকশালে প্রয়োজনানুযায়ী মেশিন ছিল না, এমন কী বহু প্রাইভেট কোম্পানিরও টাকশালের চেয়ে উৎকর্ষ মানের বেশি মেশিন ছিল। এই উদ্যোগ গ্রহণের শুরুতে টাকশালের সহকর্মীদের সঙ্গে বারবার বৈঠক করে সাড়ে এগারশ বা বারশত কোটি টাকার একটি প্রাক্কলন তৈরি করি এবং উক্ত অর্থের যোগান দেওয়ার জন্য টাকশালের পর্ষদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতি আদায় করতে সমর্থ হই। আমাদের পরিকল্পনা ছিল, যখন যা খরচ হবে তা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নেওয়া হবে, কিন্তু সব মূলধন একবারেই জমা দেওয়ার বিধান থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংক এক কিস্তিতেই সব অর্থ পরিশোধ করে।

টাকশাল পরিক্রমা

কর্পোরেশনে উৎপাদিত সকল পণ্যই ছিল উচ্চমানের নিরাপত্তা সামগ্রী; কিন্তু উৎপাদন ও ধ্বংসের পর সমন্বয় সাধনের আলাদা কোন ব্যবস্থা ছিল না। সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে কারও ওপর অর্পিত না থাকায় সংশ্লিষ্ট ভল্টগুলো ধ্বংসযোগ্য মুদ্রিত কাগজে ঠাসা ছিল, ফর্কলিফট চলাচলের পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় ভল্টগুলো ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। কাঁচামাল, সরবরাহকৃত পণ্য এবং ধ্বংসযোগ্য পণ্যের সমন্বয় সাধনে কিছুটা স্থবিরতা নেমে এসেছিল। এই অবস্থায় শুধু সমন্বয় করার জন্য একটি শাখা খোলা হয় এবং সেই শাখায় লোকবল বহাল করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় অন্য বিভাগের অভিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান সহকর্মীরাও এই সমন্বয়ের কাজে সহায়তা করেছেন।আমার ধারণা, এখন নিয়মিত হালনাগাদ সমন্বয় সম্ভব হচ্ছে।

শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে আমি কখনোই কঠোর ছিলাম না। তাই বলে কোন মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছে এমন বলা যাবে না। করপোরেশনের সবাই কর্ম সম্পাদনে একনিষ্ঠ। একবার সম্ভবত ব্যাংকনোটের মুদ্রিত পনের শীটের হদিস না পেয়ে করপোরেশনের সকল সহকর্মী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন, সিসি ক্যামরায় পর্যবেক্ষণ করে পরলক্ষিত হয় যে, একজন গণনাকারী এক হাজার টাকা মূল্যমানের মুদ্রিত নোটশীট সংশ্লিষ্ট ট্রলি থেকে নিয়ে অন্য মূল্যমানের নোটশীটের সাথে মিশিয়ে গণনা করে ভিন্ন ট্রলিতে রেখেছেন। আর যায় কোথায়, মুক্তির স্বাদ পেলেও কষ্টের ঝাল মেটানোর জন্য সবাই ওই গণনাকারীর চাকুরিচ্যুতির সুপারিশ করতে থাকেন। তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়, পরে কিছু একটা শাস্তি দিয়ে চাকুরিতে পুনর্বহাল করা হলেও তাকে নিয়ে উৎপাদন এলাকায় কেউ আর কাজ করতে রাজি হলো না। বাধ্য হয়ে তাকে উৎপাদন এলাকার বাইরের কাজে নিয়োজিত করা হলো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি ইচ্ছে করে ওই কাজ করেনি, ভুলে করেছেন। উৎপাদন এলাকায় পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় বিভিন্ন মূল্যমানের নোটের ট্রলি পাশাপাশি ছিল বলেই তার এই ভুল হয়েছিল। তিনি জীবিত থাকলে আমি তার কাছে ক্ষমা চাইতাম।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় অনলাইনে টেন্ডার দাখিলের ব্যবস্থা আমার আমলেই করা হয়েছিল। টাকশালের বনভোজন হতে টাকশালের বাইরে। জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে দুইদিন ব্যাপী সেই বনভোজন শুরু হয় টাকশালের জলাধার 'জলকণা'র পাশে। টাকশালের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আমি নতুন করে শুরু করি। উন্নয়ন মেলাও আমার আমলের উদ্ভাবন। এই সকল আয়োজনে সহকর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগহন ও সহযোগিতা আমি আনন্দের সাথে উপভোগ করতাম।

বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশ্রাফুল আলম বাংলাদেশ ব্যাংকে মেধাবী কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত। তিনি গতকাল ফোন করে আমার খোঁজখবর নিলেন এবং টাকশালের ম্যাগাজিনের জন্য যে কোন বিষয়ের উপর একটি লেখা দিতে বললেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিলাম এবারের লেখায় আত্মপ্রচার করব। আত্মপ্রচারে পুকুর খনন নিয়ে লিখব, আবাসিক এলাকার জঙ্গল ছাফ করা ও গর্ত ভরাট নিয়ে লিখব, কবরস্থান করার ইতিহাস বর্ণনা করব, চাকুরিরত অবস্থায় মৃত্যুর পর প্রাপ্য অনুদান বৃদ্ধি নিয়ে লিখব, বাড়ি নির্মাণের লোন নিয়ে কৃতিত্ব জাহির করব, মোটরসাইকেল-কার লোনের উপর পরিচালক পর্ষদের সম্মতি আদায়ের কথা লিখব, অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির কথা সবাইকে জানাবো, চুল্লি ও তিনটি আবাসিক ভবন নির্মাণে পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ করার সংগ্রামের কথা উল্লেখ করব, কিন্তু সহকর্মীদের কল্যাণের জন্য সম্পাদিত এই সকল কাজের ফিরিস্তি দিতে গিয়ে পরকালে জবাবদিহিতার ভয়ে নিবৃত থাকলাম। কিন্তু লেখা শেষ করার পর মনে হলো, 'আমি' 'আমি' বেশি বেশি লিখে ফেলেছি, সব কৃতিত্ব আমি নিয়ে নিয়েছি, যা সত্য নয়। সহকর্মীদের সহযোগিতা না থাকলে আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হতো না।

সহকর্মীর সন্তানদের নিয়ে আমি টাকশালে আমার জীবনের একটি উৎসবমুখর ও আনন্দময় সময় কাটিয়েছি, তাদের নিয়ে কিছুই লেখা হলো না। যে সকল সহকর্মী আমাকে নিয়ে মেতে থাকতেন তাদের নিয়েও কিছু লেখা হলো না। যারা আমাদের ত্যাগ করে চিরতরে চলে গিয়েছেন, বয়স এবং দূরত্বের কারণে তাদের সবার জানাজায় শরীক হতে পারিনি। বিশেষ করে এমডি শেখ আজিজুল হকের কথা বেশি করে মনে পড়ে, কারণ সে আমাকে প্রায় প্রতিদিন ফোন করতো। জানি, আমার এই অক্ষমতা সবাই মাফ করে দেবেন, কিন্তু নিজের কাছে ছোট হয়ে রইলাম। সর্বশেষে লেখায় নিজের গুণকীর্তন করার কারণে সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, সত্তরোর্ধ বয়সী এই আমি সকলের দোয়া প্রার্থী। আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু সব কথা বলতে নেই।

■ লেখক পরিচিতি : সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ

স্মৃতির জানালা খুলে

শফিকুল ইসলাম

২২ ডিসেম্বর, ২০১৯ সকালে ডাল আলু ভর্তা দিয়ে ভাত খেয়ে বসে আছি। তখন মোবাইলে চাকরির খবর অ্যাপস এ নোটিফিকেশন আসলো দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন বাংলাদেশ লিমিটেড এর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। এ আবার কোথায় কি? বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি, টাকা পয়সা লাগবে না। তখনো বিসিএস, ব্যাংকের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি ফ্রি আবেদন করে রাখি। এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (জেনারেল), অফিসার (জেনারেল), নিরাপত্তা কর্মকর্তা এই পোস্টগুলো পদ সংখ্যা অনেক কম ছিল তার মধ্যে নিরাপত্তা কর্মকর্তা পদে একজন নিয়োগ দেয়া হবে। একটা পোস্ট দেখে নিজে নিজে কিছুক্ষণ হাসলাম আর চিন্তা করলাম হাজার হাজার পোস্টে পাস করি না আর একটা পোস্টে আবেদন করব? যাহোক বিকেলে ওয়েবসাইটে ঢুকে আবেদন করে রাখলাম। পরে আর খোঁজ নেই।

এরপর সময়টা ২০২১ সালের শেষ দিকে। পোস্ট ছিল মাত্র একটি আর পরীক্ষা ছিল সেদিন বিকেলে। বিকেলের পরীক্ষা সচরাচর আমাদের নিকট এক অস্বস্তিকর ব্যাপার। বিকেলে যাদের ঘুমের অভ্যাস, তারা এটা ভালো করে উপলব্ধি করতে পারবে। সামনে পিছনে খুব একটা পরীক্ষা না থাকার কারণে কষ্ট করে হলেও সুদূর গেন্ডারিয়া গিয়ে এক পদের বিপরীতে পরীক্ষা দিবো বলে আমরা ঠিক করলাম। পরীক্ষার দিন আসলো। ঠিক দুপুরে বন্ধু সোহেল (অফিসার, সোনালী ব্যাংক) এর সাথে করিডোরে দেখা হলো। সে বলল রেডি হতে। আমি বললাম - "ভালো লাগছে না। মনও টানছে না। পরীক্ষা দিবো না"। সে বলল-"চলো, পরীক্ষা দিয়ে আসি"। আরো কিছুক্ষণ না না করে শেষমেষ আমরা রাজী হলাম।

কিন্তু সাথে একটি প্রস্তাব দিলাম। পয়সা খরচ করে নয় বরং সাইকেল চালিয়ে পরীক্ষা দিতে গেলে তবেই আমি যাব। আচ্ছা সাইকেল চালিয়েই যাবো বলে ঠিক হল। সাইকেল চালিয়ে যাবো কিন্তু দুজনের কেউই পরীক্ষা কেন্দ্র চিনিনা। তত দিনে ঢাকার বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র চিনে গেলেও গেন্ডারিয়াতে সেবারই ছিল প্রথম পরীক্ষা। আমাদের এলাকায় একটি কথা প্রচলিত -"পুচতে পুচতে দিল্লীত যাওয়া যায়"। কথাটার মানে- "জিজ্ঞাসা করতে করতে দিল্লীতে যাওয়া যায়"। আমরাও তাই করলাম। দু'জনের দুই সাইকেল নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে করতে রওনা দিলাম। হোস্টেল থেকে চাঁনখারপুল, বঙ্গবাজার, বংশাল, রায় সাহেব বাজার মোড়, বাহাদুর শাহ পার্ক, কলরেডী, লোহারপুল প্রভৃতি পার হয়ে গেন্ডারিয়াতে ফজলুল হক মহিলা কলেজ। সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে বললাম- "কষ্ট করে দু'জন যাচ্ছি, পদ মাত্র একটি। তুমিও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। তারপরও আমাদের একজনের চাকরিটা হলেই আমরা খুশি। দুজনের অন্তত একজন যেনো চাকরিটা পেয়ে যাই, তাহলেই হবে"। জিজ্ঞাসা করতে করতে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হলাম। কর্তৃপক্ষ সাইকেল কেন্দ্রে রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দিল। পড়লাম ঝামেলায়। কড়া রিকুয়েস্ট সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের দিল (মন) নরম হলো। সাইকেল কেন্দ্রের ভিতরে একপাশে তালা দিয়ে রেখে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করলাম আমরা। প্রিলি রিটেন উভয়ই একই সাথে পরীক্ষা দিলাম। ২ ঘণ্টায় পরীক্ষা শেষ হলো। আমার পরীক্ষা ভালো হলো। অনেক লিখিত পরীক্ষা দিলেও এবারই প্রথম সবগুলো ম্যাথ পারলাম। পরীক্ষা শেষে আফসোস করে বললাম -"পদ একটু বেশি থাকলে আমি হয়তো টিকতে পারতাম। দুইটি পদ থাকলেও আমি আশা করতে পারতাম"। আফসোস করে বার বার এ কথাটা বলতে লাগলাম।

যাহোক, পরীক্ষা শেষে সাইকেল নিয়ে হোস্টেলের দিকে রওনা দিলাম। ফেরার সময় আমার সাইকেলের ব্রেক ফেল হয়ে গেলো। ব্রেক ব্যবহার ছাড়াই ধীরে ধীরে চালিয়ে কোনো মতে হোস্টেলে পৌঁছালাম। কিছুদিন পরে এর লিখিত রেজাল্ট হলো। আমি লিখিত পাশ করলাম। আমার বন্ধু খুশি হয়ে বললো দুজনের একজন হয়তো চাকরিটা পেতে যাচ্ছি, সেদিনও আমরা ভাবিনি।

এরপর ভাইভা দিলাম। ভাইবা বোর্ডের কাগজপত্র মিল করার সময় হাতের লেখা ক্রস ম্যাচিং করে, সেখানে বাঁধলো বিপত্তি আমার হাতের লেখা আর পরীক্ষায় হাতের লেখার সাথে প্রথমে মিল না থাকায় দ্বিতীয় বার লেখাতে তাঁরা মিল খুঁজে পেল। তখন একজন বললেন যে এই ছেলে কোয়ালিফাই করতে পারেন, তখন আমার মনে হয়েছে হয়তো লিখিত পরীক্ষায় ভালো মার্কস পেয়েছি। যাহোক, ভাইভাতে জেনারেলের উত্তর গুলো সঠিক দিলাম। নিরাপত্তা সংক্রান্ত দু-একটা প্রশ্নের ভাঙ্গা ভাঙ্গা উত্তর দিলাম । ফাইনাল রেজাল্ট হলো। কিন্তু তাতে আমার নাম আসলো না। মাত্র একটি পদ। নাম না আসা অস্বাভাবিক নয়। চাকরি হলো অন্য কোনো একজনের। এদিনও ভাবিনি দুজনের একজন চাকরিটা পেতে যাচ্ছি। একসময় ভুলে গেলাম এই পরীক্ষার কথা। এমন করে অনেক পরীক্ষার কথাই আমাদের ভুলে যেতে হয়েছে। নতুন অন্য পরীক্ষার জন্য মনোযোগী হলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল আমি যশোরে ফিরে গেলাম নিজ জেলায় পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগলাম ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ ইতোমধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভাইভার রেজাল্ট হল সেখানে আমি টিকে গেলাম চাকরিটা আমার হয়ে গেল। তারপরও আমি খুশি হতে পারলাম না। যা হোক ভাবলাম কয়দিন করি পরে অন্য চাকরিতে চলে যাব সেদিন তারপরে ঘুমাতে গেলাম ফোন চাপতে চাপতে খেয়াল করলাম একটা প্যানেলের রেজাল্ট দিয়েছে তখন চিন্তা করলাম দেখি মিলায়ে দেখি যদিও আমি আশা করি নাই রোলটা মিলিয়ে দেখি নিরাপত্তা কর্মকর্তা পদে রোলের সাথে আমার টা মিলে গেছে তখন খুবই খুশি হলাম সাথে সাথে আমার ওই বন্ধুকে ফোন দিলাম "বন্ধু, আলহামদুল্লিাহ! ঐ চাকরিটা আমার হয়ে গেছে। নিরাপত্তা কর্মকর্তা (৯ম গ্রেড), সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড (টাকশাল)।" তখন দুজনের মধ্যে দূরত্ব থাকলেও আনন্দের আনন্দঘন মুহূর্তে আমরা যেন খুব কাছে ছিলাম। এরপর অপেক্ষার পালা শুরু হলো কখন চিঠি আসে? মেস থেকে সবকিছু গুছিয়ে বাড়িতে গেলাম আশা করছি খুব দ্রুতই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে কিন্তু বিধি বাম অপেক্ষা করতেছি আর মনে মনে গুনগুন করছি চিঠি কেন আসে না আর দেরি সহেনা, পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পূর্ণ হলেও এনএসআই ভেরিফিকেশন ০৬ মাস সময় লাগলো মাঝে মাঝে মনে হত আমি কি সত্যি চাকরি পেয়েছি নাকি অন্য কিছু, কয়েক শতবার ফলাফলের সাথে নিজের রোল নং মিলিয়েছি তার হিসেব নেই। অবশেষে রোজার ঈদের পর কাঙ্খিত চিঠিটা হাতে পেলাম, সেটা আবার ইস্যু হওয়ার ২৩ দিন পরে। ০১ মে ঢাকা চলে আসলাম। ০৭ মে যোগদান সম্পন্ন করলেও ১০ মে ২০২৩ তারিখ অফিসিয়াল অর্ডার হাতে পেলাম আর টাকশালের সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলাম। ধন্যবাদ পাঠককে তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করে পড়ার জন্য।

■ লেখক পরিচিতি : নিরাপত্তা কর্মকর্তা, এসপিসিবিএল

জীবনবোধ

মোঃ ফখরুজ্জামান চৌধুরী

মানুষকে আমরা কতটা মনে রাখি?

মহাকালের গহবরে আমরা নিতান্তই ক্ষুদ্র সময় নিয়ে এ পৃথিবীতে আসি। এ অতি ক্ষুদ্র সময়টা আমরা নানা চড়াই-উৎরাই, আনন্দ-অর্জন, বিয়োগ-ব্যর্থতার মাধ্যমে অতিবাহিত করি। এ সময় দেখা হয় নানা রঙের, নানা ধরনের, নানা পেশার মানুষের সাথে। কিছু ইতিবাচক, কিছু হয়ত নেতিবাচক। সময়ের পরিক্রমায় বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে ঘটা ছোট-বড় ঘটনাগুলো। কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটনা এবং ঘটনার চরিত্রের প্রভাব থেকে যায় আজীবন। নেতিবাচকদের একপাশে রেখে আজ আমরা আমাদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারীদের নিয়ে একটু সময় ব্যয় করব।

ইতিবাচক মানুষেরা আমাদের জীবনের নানা পর্যায়ে ভ্যালু এ্যড করে থাকেন। সে ভ্যালুর মাত্রা আবার স্থান-কাল-ঘটনাভেদে ভিন্ন হতে পারে। মাত্রাটা আমরা নিজেরা ঠিক করব। শীতের ঘন কুয়াশার সকালে কিংবা তুমুল বৃষ্টিপাতের শ্রাবণের সন্ধ্যায় যে রিক্সাচালক একটু বেকে বসলেই অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হতে পারতো তাকেও মনে রাখা যেতে পারে।

আমরা বাটারফ্লাই ইফেক্টের কথা জানি। এ তত্ত্বমতে- পৃথিবীর এক প্রান্তে কোথাও একটা প্রজাপতির ডানা ঝাপটানো ফলে অন্য এক কোণে একটি প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় বয়ে যেতে পারে! ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য লাগল বটে, তবে আমাদের জীবনে এর বিস্তর প্রকাশ রয়েছে। এর সত্যতা প্রমাণের জন্য দরকার শুধু একটু নস্টালজিয়ার কিংবা অতীত হাতড়ানোর মত সামান্য সময় সুযোগের ।

একটু ব্যাখ্যা করা যাক।

২০২৪ সালের অক্টোবরের ৫ তারিখে আমি প্রথমবারের মত গাজীপুরের শিমুলতলী পেরিয়ে টাকশালের গেইট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করছিলাম আর ভাবছিলাম- আমি আজকে এখানে আসব, আদৌ কি কখনো এমনটা কল্পনা করেছিলাম? প্রকৃতপক্ষে, আমাদের কোন পরিকল্পনাই আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি না। আমরা কেবল চেষ্টা করে যেতে পারি। সেই মুহূর্তে আমার একজন উবার-চালক ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ছিল, যার নাম আমার জানা নাই। যার চেহারা আজ এত দিন পর আমি কোনভাবেই আর মনে করতে পারছি না।

এ পর্যায়ে আমি সেদিনটি একটু বর্ণনা করে নেই। ২০২১ সালের শেষার্ধ। ঢাকায় মিরপুর-১৪ তে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক স্টাফ কলেজে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আমি তখন একজন প্রশিক্ষনার্থী। শনিবার। বিকেল সম্ভবত তিনটায় যাত্রাবাড়ীর একটি স্কুলে আমাকে একটা চাকুরির নিয়োগ পরীক্ষায় উপস্থিত হতে হবে । প্রশিক্ষণ ক্লাস রেখে অন্য একটি চাকুরির জন্য পরীক্ষা দিতে ছুটির প্রার্থনা করতে হবে ভেবে খুব ইতস্তত: লাগছিল। মনে মনে ভাবলাম- এত দূরে এত হ্যাপা সহ্য করে পরীক্ষা দেয়ার মানে হয় না। তা-ও যদি বড় কোন সার্কুলার হতো। হাজারে হাজারে পরীক্ষা দিবে, নিয়োগ পাবে মোটে একজন। সব শুনে পাশে বসে ক্লাস করা কলিগ বললেন, "আরে চলেন, আমিও যাব। দুইজন মিলে ছুটি চাই।" দু'জন মিলে স্টাফ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট গেলাম ছুটি চাইতে। তবে আমি কিছুটা অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে দূরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের আবদার রাখলেন। যদি না রাখতেন- আজকে আমি উনাকে এমন বিশেষ উপলক্ষে এভাবে স্মরণ করতে পারতাম না।

পরিপাটি বাঁধানো ফুটপাত ধরে টাকশালের তিন নাম্বার গেটের দিকে নিচু মাথায় হাঁটছি আর ভাবছি। দু'পাশে উঁচু গাছের সারি, নানা রকম পাখির কিচিরমিচির, একপাশে দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন(বাংলাদেশ) লিমিটেড এর স্কুল ভবন। আমি এমনটা সর্বশেষ দেখেছিলাম পিলখানার ভেতর, ২০০৮ সালে, যখন বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ রাইফেলস কলেজের ভর্তি ফরম জমা দিতে যাই। সেখানে অবশ্য পড়ার সুযোগ হয় নি। প্রথম দর্শনে টাকশালের যে দিকটি আমাকে অভিভূত করেছিল- তা হচ্ছে, এখানকার কয়েক স্তরবিশিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পাশাপাশি সে চেইন সকল শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যথাযথভাবে মেনে চলছেন। মনে হচ্ছিল- বাইরের বিশৃঙ্খল দুনিয়া ছেড়ে অন্য এক নিয়মানুবর্তী কঠোর জগতে চলে এসেছি! এমন শৃঙ্খল নিরাপত্তা ব্যবস্থাই বাইরের মানুষের কাছে টাকশালের সুনামের বড় জায়গা।

যা হোক, পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পেয়ে পরীক্ষা দেয়ার জন্য নিজেকে মানসিকভাবে তৈরি করার জন্য মিরপুর ১০ নং গোল চত্বর থেকে যাত্রাবাড়ীর বাসে চড়ে বসি। হাতে তখনও দুই ঘন্টা সময় আছে। কিন্তু কোন সময়ই ঢাকা শহরের ট্রাফিক জ্যামের কাছে যথেষ্ট নয়। বাস যখন ফার্মগেট পৌছে ততক্ষণে এক ঘন্টা দশ মিনিট শেষ। হিসাব করে দেখলাম- ট্রাফিকের যে অবস্থা এ পরিস্থিতিতে যথাসময়ে পরীক্ষার কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবে শেষ একটা চেষ্টা করা যেতেই পারে। বাস ছেড়ে নামলাম। বাইকের পেছনে একটা সস্তা হেলমেট ঝুলিয়ে অলস ভঙ্গিতে ফার্মগেট বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাস করলাম যাত্রাবাড়ী যাবেন কি না। এক মিনিটে উনাকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বললে তিনি তাঁর বাইকের পেছনে দুলতে থাকা পাতলা হেলমেটটি আমার মাথায় বেঁধে দিয়ে তাঁর পেছনে বসতে বলেন।

টাকশাল পরিক্রমা

মূল রাস্তা ছেড়ে তিনি অলিগলি আর বিভিন্ন আবাসিক এলাকার ভেতর দিয়ে ছুটে চলছেন। আমি একহাতে হেলমেট চেপে তাঁর পেছনে বসে আছি। প্রতিটি রাস্তা আমার অচেনা। মনের ভেতর কু ডেকে গেল। ভদ্রলোক যদি কোন নির্জন গলিতে নিয়ে নামিয়ে দেন; মোবাইলখানা উনার হাতে দিয়ে বাসায় ফিরে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। কোথায় কিছুক্ষণ পর বসতে যাওয়া পরীক্ষা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করব উল্টো মোবাইল ছিনতাই হয়ে যাওয়ার চিন্তায় ঘেমে যাচ্ছি! এই যখন অবস্থা বাইক কমলাপুর রেলস্টেশনের আশেপাশের এলাকায় ঢুকে যায়- এ পথ আমার চেনা। মনে মনে ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি আমাকে যাত্রাবাড়ী যথাস্থানে নামিয়ে দিলেন। ভাড়া মিটিয়ে ঘড়ি দেখলাম; আমি পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট আগে চলে এসেছি! যাত্রার শুরুতে বা শেষে ভদ্রলোকের চেহারার দিকে ভালোভাবে তাকানোর প্রয়োজনবোধ করি নি। আজকের দিনটির জন্য নাম না জানা অচেনা এই মানুষটিকে তাই এভাবে স্মরণ করছি।

নতুন চাকুরির যোগদানের প্রাক্কালে এভাবেই দুইজন মানুষের স্মৃতি মনের কোণ থেকে বেরিয়ে আসে।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ স্বার্থে মানুষ আমাদের জীবনে এসে থাকেন। কেউ হয়ত আসেন শিক্ষক রূপে, কেউবা বস-কলিগ রূপে। যাঁদের হাতে আমরা গড়ে-পিঠে বড় হয়ে উঠি। আবার কেউ আসেন এক মুহূর্তের জন্য; নাম পরিচয়বিহীন। যাদের ক্ষুদ্র একটু সাহস-ধাক্কা-সহযোগিতা বাটারফ্লাই ইফেক্টের মতো কাজ করে। আমাদের জীবনের এমন প্রতিটি সাফল্য কিংবা সৎ কাজের পেছনে পরিবারের বাইরে কিছু মানুষের ভূমিকা থাকে। গার্ডিয়ান হিসেবে কাজ করেন। এঁদেরকে মনে না রাখলে ব্যক্তিজীবনে কোন ক্ষতি হয় না, সফলতার পথে আসে না কোন বাধা-বিপত্তি। আবার মনে রাখলেও যুক্ত হয় না অতিরিক্ত কোন ক্রেডিট পয়েন্ট। তাই বলে এতটা অকৃতজ্ঞ হওয়াটাও সমীচীন নয়। মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ এক ধরনের দায় সৃষ্টি করে। এ দায় ভালো কাজের মাধ্যমে ফিরিয়ে দেয়ার তাগিদ দেয়।

আমরা কিভাবে এ সকল গার্ডিয়ানদের মনে রাখতে পারি?

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এমন অগণিত গার্ডিয়ান থাকতে পারে। তাঁরা অবহেলায় পড়ে থাকেন আমাদের স্মৃতির ছোট ছোট কুঠুরিতে। প্রয়োজন একটু অবসরের, একটা বিষণ্ন গোধূলি কিংবা ক্লান্ত শূন্যদৃষ্টির দুপুরের। একটু কষ্ট করে হাতড়ে বের করতে হয়। কেউ তো থাকেন একদম চোখের সামনে। ছোটবেলায় ভিন্ন শহরে যে প্রতিবেশির বাসায় নিজের সন্তানের মতো আদর-যত্নে বড় হয়েছি তাঁরা নিশ্চয়ই অর্থকড়ির আশায় কোলে তোলে নেয় নি। বয়সকালে ঔষধ কিনে পাশে থাকব- এ আশাও ছিল না। ছিল না কোন বিশেষ কাজে অনৈতিক সুবিধা পাওয়ার আশা। তাই আমরা এ দুনিয়ায় তাঁদের জন্য কেবল প্রার্থনা করতে পারি। তবে বোধ করি তাদের কেউ কেউ অন্তত আমাদের প্রার্থনায় থাকবেন- এই আশাটুকুও করেন না।

জীবনপথে হাঁটার সময় বুঝে কিংবা না-বুঝে মানুষের উপকার করা সকল গার্ডিয়ানরা ভালো থাকুন, যত্নে থাকুন। তাঁরা যেন বেঁচে থাকেন আমাদের স্মৃতির গভীর সুরক্ষিত প্রকোষ্ঠে।

■ লেখক পরিচিতি : সহকারী ব্যবস্থাপক (এক্সামিনেশন), এসপিসিবিএল

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মেয়াদ
০১	জনাব মোঃ আজিজুল হক	প্রকল্প পরিচালক	শুরু হতে ১৯/০২/১৯৮৪
০২	জনাব এম এ বেগ	প্রকল্প পরিচালক	২০/০২/১৯৮৪-১৩/০৩/১৯৮৬
০৩	কর্ণেল (অবঃ) এ কে এম সিকান্দার হোসেন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১৩/০৩/১৯৮৬-০৭/০৬/১৯৯২
০৪	জনাব মোঃ আবুল কাশেম	ডাইরেক্টর কর্পোরেট এফেয়ার্স	০৮/০৬/১৯৯২-০১/০৯/১৯৯৩
০৫	জনাব এ কে এম মাহবুব উল হক	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১/০৯/১৯৯৩-২৬/০২/১৯৯৪
০৬	জনাব সৈয়দ এ কে মাঈদুল ইসলাম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	২৭/০২/১৯৯৪-২৭/০৫/১৯৯৪
০৭	জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন খান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	২৮/০৫/১৯৯৪-১৬/০১/১৯৯৬
০৮	জনাব সৈয়দ এ কে মাঈদুল ইসলাম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	১৬/০১/১৯৯৬-১৯/০৫/১৯৯৬
০৯	জনাব সৈয়দ আশরাফ আলী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	২০/০৫/১৯৯৬-১৫/০১/১৯৯৭
১০	জনাব মোঃ রুহুল আমীন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	২৬/০১/১৯৯৭-২৪/০৫/১৯৯৭
১১	জনাব এ এইচ তৌফিক আহমেদ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	২৪/০৫/১৯৯৭-০৭/০১/২০০১
১২	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০৭/০১/২০০১-০৬/০১/২০০২
১৩	জনাব জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০৬/০১/২০০২-২৩/০৫/২০০২
১৪	জনাব মোঃ খুরশীদ-উল-আলম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	২৩/০৫/২০০২-১৬/১০/২০০৫
১৫	জনাব মোঃ আবদুল্লাহ-আল-মামুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১৬/১০/২০০৫-২৫/০২/২০০৯
১৬	জনাব জিয়াউদ্দীন আহমেদ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	২৫/০২/২০০৯-৩০/১১/২০০৯
১৭	জনাব জিয়াউদ্দীন আহমেদ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	৩০/১১/২০০৯-১৩/০২/২০১৪
১৮	জনাব মোঃ হুমায়ূন কবীর	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	১৩/০২/২০১৪-০৬/০৪/২০১৪
১৯	জনাব জিয়াউদ্দীন আহমেদ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০৬/০৪/২০১৪-০৫/০৪/২০১৬
২০	জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০৬/০৪/২০১৬-২৩/০৬/২০১৬
২১	জনাব জিয়াউদ্দীন আহমেদ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	২২/০৬/২০১৬-১৫/০২/২০১৭
২২	জনাব মোহাম্মদ মুরশীদ আলম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	১৬/০২/২০১৭-২০/০৩/২০১৭
২৩	জনাব শেখ আজিজুল হক	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	২১/০৩/২০১৭-১১/১১/২০১৮
২৪	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	১২/১১/২০১৮-১৮/০২/২০১৯
২৫	জনাব শেখ আজিজুল হক	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১৮/০২/২০১৯-১৭/০২/২০২১
২৬	জনাব মোঃ আজিজুল হক	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	১৮/০২/২০২১-০৩/০৪/২০২১
২৭	জনাব মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০৪/০৪/২০২১-২২/১২/২০২২
২৮	জনাব মোঃ কাওছার মতিন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	২৩/১২/২০২২-০১/০১/২০২৩
২৯	জনাব মোঃ ফোরকান হোসেন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০২/০১/২০২৩-৩১/০১/২০২৪
৩০	জনাব মোঃ কাওছার মতিন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০১/০২/২০২৪-১১/০২/২০২৪
৩১	জনাব মোঃ আশ্রাফুল আলম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১২/০২/২০২৪-

টাকশাল পরিক্রমা

করপোরেশনে গভর্নর মহোদয়ের আগমন উপলক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন

করপোরেশনের ২৬৫তম বোর্ড সভা

গভর্নর মহোদয় ও বোর্ড মেম্বাদের সাথে করপোরেশনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ

করপোরেশনের পরিদর্শন বহিতে স্বাক্ষর করছেন গভর্নর মহোদয়

করপোরেশনে গভর্নর মহোদয় বৃক্ষ রোপণ করছেন

করপোরেশনের নতুন ভবন উদ্বোধন করছেন গভর্নর মহোদয়

করপোরেশনের নতুন ভবন উদ্বোধনের পর ফটোসেশন

করপোরেশনের নতুন ভবন উদ্বোধনের পর মোনাজাত

টাকশাল পরিক্রমা

বিজয় দিবসে সূর্যোদয় লগ্নে জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ও মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৪ উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়

বেলুন উড়িয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৪ উদ্বোধন করছেন করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৪

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করছেন করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

মহান বিজয় দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে প্রীতি ভলিবল ম্যাচ

টাকশাল পরিক্রমা

মহান বিজয় দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ উদ্বোধন করছেন করপোরেশনের এমডি মহোদয়

কর্মকর্তা ক্লাবের ইনডোর গেমস্ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০২৪

কর্মকর্তা ক্লাবের ইনডোর গেমস্ ২০২৫ উদ্বোধন করছেন করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়

কর্মচারী ক্লাবের ইনডোর গেমস্ ২০২৫ উদ্বোধন করছেন করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়

কর্মচারী ক্লাবের ইনডোর গেমস্ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০২৪

করপোরেশনের অগ্নি নির্বাপক মহড়া ২০২৪

কর্মকর্তা ক্লাবের মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০২৪ উদযাপন

কর্মচারী ক্লাবের মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০২৪ উদযাপন

টাকশাল পরিক্রমা

২০২৪ সালের শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন
জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

২০২৪ সালের শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন
জনাব মোহাম্মদ হিরন কামাল

২০২৪ সালের শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন
জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

২০২৪ সালের শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন
জনাব সেলিনা আক্তার

কর্মকর্তার বিদায় অনুষ্ঠান ২০২৪

কর্মকর্তার বিদায় অনুষ্ঠান ২০২৪

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির বুনিয়াদী
প্রশিক্ষণার্থীদের এসপিসিবিএল এ শিক্ষাসফর

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির বুনিয়াদী
প্রশিক্ষণার্থীদের করপোরেশন পরিদর্শণ

আমরা শোকাহত

আমরা যাদের হারিয়েছি

শেখ আজিজুল হক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মৃত্যুর তারিখ ঃ ১৪/০৫/২০২৪

মোঃ রবিউল ইসলাম
সিনিয়র টেকনিশিয়ান
যোগদান ঃ ১৬/০৬/২০১৫
মৃত্যুর তারিখ ঃ ১৭/০২/২০২৪

মুরশালিন
সিনিয়র পিসি গ্রেড-এ
যোগদান ঃ ২১/০৩/২০১১
মৃত্যুর তারিখ ঃ ২০/১২/২০২৪

কাজী আওরঙ্গজেব
সিনিয়র টেকনিশিয়ান
যোগদান ঃ ২০/১১/২০০৫
মৃত্যুর তারিখ ঃ ২৫/১২/২০২৪

সৈয়দ সফিকুল ইসলাম
অফিসার (উৎপাদন)
যোগদান ঃ ০৭/০৯/১৯৯৬
মৃত্যুর তারিখ ঃ ১১/০১/২০২৫

মহাব্যবস্থাপক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে যারা পদোন্নতি পেয়েছেন

মোঃ মাহবুবুল হক

মহাব্যবস্থাপক

পদোন্নতির তারিখ ঃ ০৩/০৭/২০২৪

মোঃ অহিদুর রহমান

উপ-মহাব্যবস্থাপক

পদোন্নতির তারিখ ঃ ০৩/০৭/২০২৪

খালেদ তাসাররফ

উপ-মহাব্যবস্থাপক

পদোন্নতির তারিখ ঃ ০৩/১২/২০২৪

মো ঃ আবদুল কুদ্দুস মিয়া

উপ-মহাব্যবস্থাপক

পদোন্নতির তারিখ ঃ ০৩/১২/২০২৪

শেখ গোলাম মোক্তাদী

উপ-মহাব্যবস্থাপক

পদোন্নতির তারিখ ঃ ০৩/১২/২০২৪

এ.কে. এম. রেজাউল করিম

উপ-মহাব্যবস্থাপক

পদোন্নতির তারিখ ঃ ০৩/১২/২০২৪

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ
ও
উপদেষ্টা, টাকশাল পরিক্রমা

বাণী

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'টাকশাল পরিক্রমা' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ এর উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। উৎপাদন যেমন বয়ে আনে দেশের সমৃদ্ধি তেমনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাঝে রয়েছে ব্যক্তির মননশীলতা ও জাতীয় উৎকর্ষতা বৃদ্ধির এক অনন্য সুযোগ।

এসপিসিবিএল একটি ব্যতিক্রমধর্মী উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি দেশের কারেন্সী ও ব্যাংক নোট মুদ্রণের পাশাপাশি সরকারী রাজস্ব খাতে উন্নয়নের বিভিন্ন নিরাপত্তা সামগ্রী মুদ্রণ করে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত অক্লান্ত পরিশ্রমের পাশাপাশি সাহিত্য কর্মে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি অবশ্যই প্রশংসনীয় উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

আমি এসপিসিবিএল এর এই সৃষ্টিশীল উদ্যোগের সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করছি। আশা করি এ সৃজনশীল প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

(মোঃ আশ্রাফুল আলম)

মহাব্যবস্থাপক
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ
ও
সম্পাদক, টাকশাল পরিক্রমা

সম্পাদকীয়

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ (এসপিসিবিএল) সর্বসাধারণ যাকে টাকশাল নামে চেনে। গাজীপুর জেলার শিমুলতলীতে ৬৬.৫২ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত বন-বনানী ঘেরা সবুজ স্বপ্নীল এক পরিবেশের মাঝে এর অবস্থান। শত শত পাখির কল-কাকলীতে মুখরিত এক মায়াবী পরিবেশ এখানে বিরাজমান। টাকা ছাপানোর কাজে নিয়োজিত দেশের একমাত্র এই প্রতিষ্ঠানটিতে ডাক বিভাগের সকল ষ্ট্যাম্প, সরকারের জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প, নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প, সিগারেট ও বিড়ি ব্যান্ডরোল, বিভিন্ন ব্যাংকের চেকবইসহ অন্যান্য নিরাপত্তামূলক সামগ্রী ছাপানো হয়। করপোরেশনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীগণ ভোর থেকে মধ্যরাত অবধি বিভিন্ন শিফটে সুনামের সাথে কাজ করে আসছেন। সরকারের রাজস্ব আহরণসহ জাতীয় অর্থনীতিতে করপোরেশনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সময় প্রশংসা কুড়িয়েছে।

মানুষের ভেতরের উদ্যম ও উদ্ভাবনী শক্তির সৃজনশীল বহিঃপ্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো লেখনী। কাজের একঘেয়েমী কাটিয়ে মননশীলতাকে শানিয়ে নেওয়ার প্রয়াসে 'টাকশাল পরিক্রমা' নামের একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার আবির্ভাব। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এ প্রতিষ্ঠানে যোগদানের অল্প ক'দিন পরেই পত্রিকাটির উদ্বোধনী সংখ্যা প্রকাশের দায়িত্ব পেয়ে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানটির কর্মীদের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনের অগ্রযাত্রাকে আরো গতিশীল করবে বলে আমি মনে করি।

করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এ পত্রিকা প্রকাশের কাজটি সহজ করে দিয়েছে। তাঁর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা। সম্পাদনা পরিষদের আন্তরিকতা ও অনুপ্রেরণা এবং প্রচ্ছদ, সম্পাদনা ও মুদ্রণ সহযোগী কমিটির অক্লান্ত পরিশ্রম এ পত্রিকা প্রকাশনায় মুন্সিয়ানার স্বাক্ষর রেখেছেন তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে তাদেরকে অভিনন্দন। যাদের পরিশ্রমে ও প্রচেষ্টায় 'টাকশাল পরিক্রমা' প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা অশেষ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আন্তরিক প্রচেষ্টাগুলোই এক সময় মহীরুহে রূপ নেবে বলে আমার বিশ্বাস। আসুন শুরু করি এখনই, নতুবা কখনই নয়।

(নাহিদ রহমান)

টাকশালে আমার প্রথম দিন

মোঃ মাহফুজুর রহমান

২০১২ সালের ১৬ অক্টোবর ছিল আমার টাকশালে যোগদানের প্রথম দিন। নিয়োগপত্র হাতে পাওয়ার পরদিনই বিলম্ব না করে যোগদানের জন্য খুব ভোরে বাড়ি থেকে রওনা হই গাজীপুরের উদ্দেশ্যে। প্রধান লবীতে আসতেই নিরাপত্তা সহকারী জানালেন মেডিকেল চেকআপ করে কাগজপত্র নিয়ে আসতে হবে। সেদিন ছিল ১৪ অক্টোবর। বিলাশপুরে বড় মামার বাসায় থেকে দুইদিনের মধ্যে মেডিকেল চেকআপের সব কাগজপত্র নিয়ে আবার আসলাম। টাকশাল নিয়ে ছোটবেলা থেকেই জানার আগ্রহ ছিল অনেক। নিয়োগপত্র পাওয়ার পর সেই উৎসাহ ও আবেগটা অনেকগুণ বেড়ে গেল। ১৬ তারিখ সকালে যথারীতি সুন্দর পরিপাটি হয়ে যোগদানের উদ্দেশ্যে চলে আসি। টাকশাল আমার কাছে অপরিচিত হওয়ায় শ্রদ্ধেয় বড় মামা মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ'কে সাথে নিয়ে আসি। মামা ছিলেন গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজের বায়োলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। যোগদানের দিন মামা আমাকে টাকশালে নিয়ে আসেন। শিমুলতলী থেকে হাঁটতে হাঁটতে দুজন টাকশালের চার নাম্বার গেইটের ভিতরে প্রবেশ করি। রিক্সা না পাওয়ায় হেঁটেই আসতে হয় পুরো রাস্তা। আসার সময় হাঁটতে হাঁটতে টাকশালের সবুজ সতেজ চারপাশটা দেখছিলাম আর এখানকার সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। রাস্তার দুপাশের দেবদারু গাছগুলো আমাকে বিমোহিত করেছিলো। বড় মাঠের পাশে আসতেই দেখা হয়ে যায় উর্ধ্বতন পিসি আব্দুল মোমেন ভাইয়ের সাথে। মোমেন ভাই আগে থেকেই মামাকে চিনতেন তাই বাইক থামিয়ে আমাদের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। এলাকার লোক পেয়ে আমিও খুব খুশি হলাম। আমার ও মোমেন ভাইয়ের বাড়ি একই ইউনিয়নের পাশাপাশি গ্রাম।

তিনজন একসাথে লবী পর্যন্ত আসলাম। নিরাপত্তাজনিত কারণে ভিতরে প্রবেশে বিধিনিষেধ থাকায় মামাকে প্রধান লবী থেকেই বিদায় নিতে হলো। মোমেন ভাই আমাকে সাথে নিয়ে পার্সোনেল শাখায় যান। তখন ঘড়ির কাটায় প্রায় দুপুর ১২ টা। পার্সোনেল শাখার তৎকালীন অফিসার আলো রাণী সাহা আমার যোগদানের কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। ঐদিন আমার সাথে নিরাপত্তা সহকারী মহব্বত হোসেনসহ আরও কয়েকজন সহকর্মী যোগদান করেন এবং যোগদান প্রক্রিয়া শেষ করতে দুপুর ১.৩০ টা বেজে যায়। যোগদানের দিন আর প্রোডাকশন এলাকায় যাওয়ার সুযোগ হয়নি। আমি যেহেতু প্রকৌশল বিভাগে যোগদান করি তাই শাখা প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করেই অফিস থেকে বের হয়ে যাই। এরই মধ্যে দেখা হয়ে যায় হিসাব শাখার অফিসার আমার একই উপজেলার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ ভাইয়ের সাথে। শহীদুল্লাহ ভাই অনেকটা জোড় করেই দুপুরের খাবার খেতে নিয়ে গেলেন উনার টাকশালের বাসায়। একসাথে বসে দুপুরের খাবার সেরে নিলাম। বিকেলে আরও কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে চলে গেলাম মামার বাসায়। প্রথম প্রোডাকশন এলাকায় যাওয়ার পর ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন ভূইয়া স্যার (উপ- প্রধান প্রকৌশলী) আমাকে নিয়ে যান ব্যাংক নোট ফিনিশিং শাখায়, সেদিন টাকার ফিনিশড নোট দেখে যে অনুভূতি হয়েছিল তা ছিল অসাধারণ। সত্যিই প্রথম দিনটা খুব আনন্দের ছিল। যখন লেখাটি লিখছি তখন মনে পড়ছে বড় মামার কথা, যিনি ২০১৭ সালে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। সেই সাথে আব্দুল মোমেন ভাইয়ের কথাও যিনি ২০১৮ সালে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। আল্লাহ দু'জনকেই জান্নাতুল ফেরদৌসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন।

■ লেখক পরিচিতি : মাস্টার টেকনিশিয়ান, এসপিসিবিএল

কবিতা

"কষ্টের প্রহর"

মোঃ একরামুল হক

অফিস আমায় দেয় না ছুটি
কিসের ছুটি ছাটা!
আমি যাইনা শ্বশুর বাড়ি
বউয়ের শুনি খোটা।

ডিউটি হলো ১৫ ঘন্টা
করি ছোটা ছুটি,
ডাইবেটিকসের ভয়ে এখন
খাই যে শুধু রুটি।

গল্প শুনে খুশি হলেন
আমার বড় বস!
ছুটি ছাটা না কাটালে
জীবন টাই যে লস।

■ লেখক : নিরাপত্তা সহকারী
এসপিসিবিএল

লেখা আহ্বান

ত্রৈমাসিক ঘরোয়া পত্রিকা 'টাকশাল পরিক্রমা'র পরবর্তী সংখ্যায় লেখা দিতে আগ্রহী এসপিসিবিএল এর কর্মকর্তা/কর্মচারি ও তাঁদের পোষ্যদের নিকট থেকে প্রবন্ধ, ছোটগল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী এবং এসপিসিবিএল সম্পর্কিত শিক্ষামূলক নিবন্ধ বিষয়ে লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। নিকস ফন্টে লেখা সফট্ কপি ও হার্ড কপি জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, ব্যবস্থাপক (ব্যপস) এর নিকট জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

টাকশাল পরিক্রমা

পৌষ - চৈত্র ১৪৩১ | জানুয়ারি - মার্চ ২০২৫ | ১ম বর্ষ | ১ম সংখ্যা

আসুন শুরু করি এখনই, নতুবা কখনই নয়

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ
THE SECURITY PRINTING CORPORATION (BANGLADESH) LTD.

❐ মাসিক ঘরোয়া পত্রিকা ❐ খন্ড ১ ❐ সংখ্যা ১ ❐ পৌষ-চৈত্র ১৪৩১ ❐ জানুয়ারী-মার্চ ২০২৫

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর মহাব্যবস্থাপক নাহিদ রহমান কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ফোন : ০২-২২৩৩৭৫৫৫০,
ইমেইল: info@spcbl.org.bd, ওয়েবসাইট: spcbl.portal.gov.bd, মুদ্রণে : কালার ওয়েব, পুরানা পল্টন, সাব্বির টাওয়ার (৫ম তলা), ঢাকা-১০০০.